'পুতুল খেলা' খেলবো না আর

শেক আপতার হোসেন

শম্ভু মিত্র (১৯৯৫-১৯৯৭) ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের অন্যতম প্রাণপুরুষ। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক। তাঁর অনূদিত নাটকের মধ্যে অন্যতম 'পুতুল খেলা'—যা Henrik Ibsen-এর 'A Doll's house' নাটকের অনুবাদ। বোধহয় ভুল বললাম—এ নাটককে কেবল অনুবাদ বলা যাবে না। কারণ মূল বিষয় এক থাকলেও এ নাটকের চরিত্র, ঘটনা ও আঙ্গিকের পরিবর্তন করেছেন নাট্যকার। বাংলার পরিবেশে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি বাঙালির রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—তিনি বাঙালির রসে জারণ ঘটাননি। কারণ রক্ষণশীল ও পিতৃতান্ত্রিক বাঙালির মানসিকতার বিজারণ ঘটিয়েই প্রগতিশীলতার যাত্রাপথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। প্রথাগত নৈতিকতার বেড়া ভেঙেই এখানে তৈরী হল মহৎ আদর্শ। তবে তা আদর্শবাদে দাঁড়িয়ে নয়, আধুনিক সচেতন মনে যুক্তিবাদী চেতনায়। যেখানে নারী তার আপন আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছে—পুতুল খেলাঘরের সদস্য থাকতে অস্বীকার করেছে।

আলোচ্য আলোচনার বিষয়টিকে কয়েকটি মাত্রায় ভাগ করা যেতে পারে।

যথা—(ক) মূল নাটক 'A Doll's house'

(খ) শম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা'

(গ) শম্ভু মিত্রের স্বকীয়তা

(ঘ) অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা।

এবারে মাত্রাগুলিকে একে একে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

২.

মূল 'A Doll's houe' নাটকটি Henrik Ibsen—এর একটি বিশ্ববন্দিত নাটক। এই নাটকটি ১৮৯৭ সালে ২১ ডিসেম্বর প্রথম অভিনিত হয় ডেনমার্কের Royel Theatre—এ। তিন অঙ্কের এই নাটকটি Norwegian ভাষাতেই রচিত হয়। এর নাম ছিল 'Et dukkehjem'। পরে ইংরেজি সহ নানা ভাষাতে অনুবাদ করা হয়। মূলত ইংরেজি ভাষা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শম্ভুমিত্র।

মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন স্ত্রী ও একজন মাতার স্বাধিকারে জাগরণ ঘটানো এ নাটকের মহৎ বিষয়। এর মধ্য দিয়ে মূলত উনিশ শতকের বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়—যেখানে নারী মাত্রই বাবা কিংবা স্বামীর হাতের পুতুল থাকতে অস্বীকার করেছে। এবং তা করতে গিয়ে স্বচ্ছল পরিবারের আভিজাত্য, স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে যুক্তিবাদী চিন্তাধারায় নাটকটি হয়ে উঠেছে আধুনিকট্র্যাজেডি।

৩.

শম্ভু মিত্রের অনুবাদিত 'পুতুল খেলা' নাটকটি বাংলা অনুবাদকৃত ধারায় একটি অন্যতম সংযোজন। এটি প্রথম অভিনয় হয় ১২ জানুয়ারী, ১৯৫৮ সালে। শম্ভু মিত্র মূলত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে নাট্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু 'পুতুল খেলা' নাটকটি ছিল তাঁর আন্তরিক মনের মানবিক ফসল। ইবসেন সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

'ইয়োরোপীয় বাস্তবপ্রতিম নাটকের জন্মদাতা! এবং এও তাঁর নিজের ভাষায় বোঝাবার ক্ষমতা নেই। শুধু তার বিভিন্ন অনুবাদের মাধ্যমে—হয়তো আমার কিছু তত্ত্বের শক্তি পরীক্ষা করার জন্যে।'

—এখান থেকে বোঝা যায় তিনি ইবসেনের বাস্তববোধের দ্বারাই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং নিজের সমাজে তা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। কারণ তিনি সমাজে দেখতে পেয়েছিলেন নারীর অসম্পূর্ণ স্বত্তা। কিন্তু নাটকে প্রকাশ করতে চান সম্পূর্ণ নারীকে। তাঁর এ ধরনের মানসিকতা বাস্তবধর্মী, মানবিক ও যুক্তিবাদী স্বত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

৪.

'পুতুল খেলা' নাটকটি একটি অনুবাদ নাটক হলেও এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার শম্ভু মিত্রের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অভিনয় উপযোগী ও বাঙালির পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

যথা—(ক) ইবসেন রচিত 'A Doll's house' নাটকে মূল চরিত্রগুলির নাম ছিল—

Torvald Helmer, Nora, Helmer, Mrs. Linde, Dr. Rank প্রমুখ। এই নামগুলি ইংরেজি অনুবাদেও রাখা হয়েছিল। কিন্তু শম্ভু মিত্র নামগুলির মধ্যে বিশেষত্ব ও

Scanned by CamScanner

পরিবর্তন করে রেখেছেন। যথা বুলু,তপন, ড. রায়, কৃষ্ণা, কেষ্টপদ, রিনা, আয়ী প্রমুখ।

(খ) মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে মূলনাটকে শীতকালের জন্য 'stove' তথা আগুনের ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু শম্ভুমিত্র মঞ্চ সুরক্ষার জন্য আগুনের ব্যবহার বর্জন করেছেন এবং 'rocking chair' এর পরিবর্তে সুলভ মূল্যের 'বেতের চেয়ার'—এর ব্যবস্থা করেছেন।

(গ) নাট্যকার চরিত্রের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছেন পূর্ণ নাটকের 'Christmas Tree' এর পরিবর্তে বুলু চরিত্র ছেলেদের জন্য বাজার থেকে এনেছে খেলনা তলোয়ার ও ঘোড়া ও হেমন্তের ধুনি—যা বাঙালি জীবনে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শুধু তাই নয় 'Nora' চরিত্রের নাচের পরিবর্তে বুলু চরিত্র দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করিয়েছেন। এবং 'পিয়ানো' বাজানোর পরিবর্তে গান করার মধ্য দিয়েই বাঙালি রমণীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

যথা—ইংরেজি অনুবাদে রয়েছে—

'Helmer : Well, let me look, (Turns to go to the letter-box. Nora, at the piano, plays the first bars of Tarantella. Helner, stop in the door-way.) A hah!

কিন্তু শম্ভু মিত্র দেখিয়েছেন—

বুলু॥ (হঠাৎ সুর করে দেয়) আমি পরাণের সাথে...

তপন॥ (খিলানের কাছে থমকে যায় তাকিয়ে থাকে) তারপর?

(ঘ) আঙ্গিকগত উপস্থাপনেও শম্ভু মিত্র বাঙালির সংগীতকে সংযোজন করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে।

'ঢালি মধুরে মধুর বঁধুর আমার হারাই বুঝি, পাইনে খুঁজি...'

—এই গানের মধ্য দিয়ে বুলু চরিত্রের মনসংকট তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে সে স্বামী সংসারকে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষায় আত্মত্যাগ করে। কিন্তু বিচ্ছেদের ঘন্টাধ্বনি তবুও বাজতে থাকে। এই তাৎপর্যময় সংগীত শম্ভু মিত্রের স্বকীয়তার পরিচয় বহন করে।

তাই বলা যেতেই পারে এ নাটক কেবল অনুবাদ নয়, এ নাট্যকার শম্ভুমিত্রের নতুন সৃষ্টি।

৫

'পুতুল খেলা' নাটকের প্রয়োজনিয়তা ও প্রাসঙ্গিকতার পেছনে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যে ভারতবর্ষে নারীকে দেবী রূপে পুজো করা হয়, সেই ভারতবর্ষেই আবার নারী দেবী রূপেই অবস্থান করে। পুতুল খেলায় পুতুল রূপেই অবস্থান করে। যেখানে স্বামী মনে করে—

'জানো বুলু, মেয়েরা যখন অসহায়ের মত নির্ভর করে না, তখন তাদের দেখলে

Scanned by CamScanner

যে পুরুষের এতটুকুও পৌরুষ আছে তার একেবারে ডবল ভালো লাগে। কেন জানো? কারণ এটাই তো নিয়ম। মেয়েরা তো নির্ভর করবেই।—

এখানে নারীর পরিচালক শক্তি কেবল পুরুষ, তাই স্বামী বলে—

—খালি তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে খুলে বোলো, —আমিই তোমার ইয়ে হয়ে, মানে তোমার বিবেক হয়ে, তোমার—

তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ব্যক্ত হয়—

'আমি তোমার বিয়ে বিয়ে খেলার বৌ, ঠিক যেমন একদিন বাবার পুতুল খেলার পুতুল ছিলুম।'

তাই অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী কর্তব্যের ধমক দেয়—

'সমস্ত কর্তব্যের চেয়ে বড় হচ্ছে আমার প্রতি তোমার স্ত্রীর কর্তব্য, তোমার ছেলেমেয়েদের প্রতি তোমার মায়ের কর্তব্য।'

কিন্তু নাট্যকার নারীর শক্তি জেগে ওঠার প্রকাশ দেখিয়েছেন—

'সব কিছুর আগে আমার পরিচয় হলো যে আমি একটা মানুষ, একটা পরিপূর্ণ মানুষ', কারণ নারীর প্রচলিত বিশ্বাসে ভাঙন ঘটেছে। নাট্যকার তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

'পরের সুখ থেকে আর কিছু নেওয়া তো আমার চলবে না। নীতি, বিধান, এসব কাকে বলে? আমি একরকম করে জানতুম আইন কাকে বলে। কিন্তু এখন শিখছি যে আইন তা নয়। এ আইনের নিয়মে মেয়ে তার মুমূর্ষু বুড়ো বাবাকে কষ্ট থেকে রেহাই দিতে পারে না, এ আইনের নিয়মে স্ত্রী তার স্বামীর জীবন বাঁচাতে পারে না। কি জানি! এ আইন ঠিক কিনা তাওতো আমায় বুঝতে হবে।

তাই অহেতুক সম্পর্ক অস্বীকারের মধ্যে প্রতিবাদ জানায়—

'এই নাও, তোমার আংটি (সিঁদুর মুছে) আমি তোমাকে সকল রকমে মুক্তি দিয়ে গেলুম।'

কারণ নারী এবার কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে চায়—তাই জানায়—

'কিন্তু আর তো আমি কোনো দৈব ঘটনায় বিশ্বাস করতে পারছি না।'

—তবে নাটকে দেখানো হয়েছে নারীর জাগরণ মাত্রই সংসার ত্যাগী হওয়া নয়। সে আবার ফিরে আসতে চায় আপন সংসারে, যেখানে তার জায়গা থাকবে অধিকারের, মর্যাদার, যেখানে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার পরিবর্তন হবে। কারণ নারী আর পুতুল খেলা খেলতে চায় না।

গ্রন্থসূত্র ঃ

1. শম্ভু মিত্র—'পুতুল খেলা, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স
2. Henrik Ibsen 'A Doll's House', Prepared by ebook Martin Adamsn.

Scanned by CamScanner